দৈনিক সংবাদ

34

সংবাদ

ঢাকা : শনিবার, ৩১শে ভাদ্র, ১৩৯৫

তারিখ 2 SEP 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

২০০০ সালে একশ' কোটি নিরক্ষর

৮ই সেপ্টেম্বর বিশ্বসাক্ষরতা দিবস এবার বন্যা পরিস্থিতিতে নীরবে চলে গেল। এই দিনটি সকল দেশে বিশেষভাবে উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রতি বছর পালন করা হয়ে থাকে।

এই দিনটি পালন উপলক্ষে সরকারী মহল থেকে তারা সাক্ষরতা সম্পর্কে কতদূর কী করেছেন তার একটা মনোজ্ঞ চিত্র সভা সেমিনারে তুলে ধরেন। এমনকি সাক্ষরতা কর্মসূচীর সঙ্গে জড়িত এনজিওগুলোও তাদের কাজের একটা অগ্রগতি তুলে ধরেন।

কিন্তু আসলে সাক্ষরতার গতি উর্ধ্বমুখী না নিম্নমুখী সেই সত্যটা স্পষ্টভাবে কোন পক্ষই উচ্চারণ করে না। কারণটা স্পষ্ট। উন্নয়নশীল দেশগুলোর বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ প্রমাণ করে যে, সার্বিক বিচারে প্রায় সকল দেশেই (তৃতীয় বিশ্ব) শিক্ষার হার নিম্নমুখী। কোন কোন উন্নয়নশীল দেশ জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ঘাড়ে সব দায়িত্ব চাপিয়ে নিজেদের হাত-পা ধুয়ে বসে থাকেন। কিন্তু তাদের হাতে আরও বাড়তি অস্ত্র তুলে দেওয়ার ব্যবস্থাটা বাজেটে পাকাপোক্ত করা হয় সামরিক খাতে ব্যয়বরাদ্দ বাড়িয়ে। আর সেই অনুপাতে শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ কমানো হয়।

সম্প্রতি জাতিসংঘের জনৈক কর্মকর্তা বলেছেন, ২000 সালে উন্নয়নশীল বিশ্বে নিরক্ষরের সংখ্যা দাঁড়াবে ১শ' কোটি।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচীর ডিরেক্টর জেনারেল উইলিয়াম ড্রাপার বলেছেন যে, উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে। ১৯৭২ সালে যেখানে বাজেটে শতকরা ১৩ দশমিক ২ ভাগ অর্থ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করা হত, সেখানে ১৯৮৫ সালে তার পরিমাণ কমে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৭ দশমিক ৬ ভাগ।

ভিন্ন দেশের উদাহরণ দেখিয়ে লাভ নেই। চলতি অর্থ বছরে আমাদের দেশের বাজেটে শিক্ষাখাতে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ দ্বিতীয় স্থানে নামিয়ে আনা হয়েছে। এ যাবৎকাল এটা প্রথম স্থানে ছিল।

একথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে, গত দেড় যুগ ধরে উন্নয়নশীল দেশগুলো শিক্ষাখাতে অর্থ বরাদ্দ যে হারে ও পরিমাণে কমিয়েছে, তদপেক্ষা অনেক বেশী হারে ও পরিমাণে সামরিক খাতে ব্যয়বরাদ্দ বাড়িয়েছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এগিয়ে নিতে হলে দেশে শিক্ষার উপর জোর দিতে হয়। কিন্তু দেখা গেছে, এই দিকটি সংকোচন করার প্রবণতা বেড়েছে। সাহায্যদাতা দেশগুলোর স্বার্থে উন্নয়নশীল দেশগুলো সামরিক খাতে ব্যয়বরাদ্দ বাড়িয়ে থাকে এবং অন্য সকল খাতকে তদনুপাতে উপেক্ষা করা হয়।

ইউএনডিপি'র ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ ড্রাপার স্পষ্ট করে বলেছেন, উন্নয়নের জন্য পাঁচটি মৌলিক উপাদান প্রয়োজন। তা হল শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা, একটি সুস্থ পরিবেশ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই পাঁচটি মৌলিক উপাদানকে অগ্রাহ্য করা হয়।

এর কারণ হল উন্নয়নশীল অধিকাংশ দেশে সামরিক শাসন বা বেসামরিক লেবাসে একনায়কত্ববাদী কর্তৃত্ব দেশ শাসন করে থাকে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা সেখানে ক্ষমতাসীনদের করায়ত্ত। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর মুঠোয় বন্দী।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে তেল সম্পদে সমৃদ্ধ দেশগুলো অস্ত্রখাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে আর যাদের জাতীয় সম্পদ সীমিত তাদের উন্নয়ন বাজেট বিদেশী সাহায্যনির্ভর। সুতরাং মৌলিক উপাদানগুলো উপেক্ষিত থাকে।

অম্মানে অনুষ্ঠিত উত্তর-দক্ষিণ গোলটেবিল বৈঠকে একটা আশার কথা শোনা গেছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমঝোতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্বের উত্তেজনা কেন্দ্রসমূহের সংঘাতময় পরিস্থিতির ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে। উত্তেজনা কমছে, শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথ উন্মুক্ত হয়েছে, সুতরাং তৃতীয় বিশ্বে সামরিক খাতে ব্যয় তথা অস্ত্র ক্রয়ের জন্য অর্থব্যয় কমবে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গণতন্ত্রের অনুশীলন অর্থাৎ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েমের উপর নির্ভর করে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান কতটা সম্ভবপর হবে?

নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা একে অন্যের পরিপূরক। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশগুলোর বর্তমান শাসন ব্যবস্থা তথা রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিরক্ষরতা দূর করার মত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেনি। কর্মসংস্থানের অবস্থাও সন্তোষজনক নয়। জনসমর্থনহীন সরকারগুলো ক্ষমতায় থাকার প্রতিই অধিকতর মনোযোগী। সাধারণ মানুষের শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও খাদ্য সমস্যা দূর করার কর্মকাণ্ড তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে সহায়ক নয় বলেই এগুলোর প্রতি মৌখিক সমর্থনের বাইরে গৃহীত পদক্ষেপ অকিঞ্চিৎকর বলা চলে।

এই অবস্থার পরিবর্তন না হলে ২000 সালে উন্নয়নশীল দেশসমূহে জনসংখ্যা ৭0 কোটি থেকে ১শ' কোটি বাড়বে, নিরক্ষরের সংখ্যা বর্তমান ৮0 কোটি থেকে বেড়ে ১শ' কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে। শিক্ষার প্রসার ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়িয়ে এই অনুপাত পরিবর্তন করা সম্ভব। অর্থাৎ জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার কমবে এবং সাক্ষরতার হার বাড়বে। এছাড়া দ্বিতীয় কোন বিকল্প নেই।